সংবাদ

তারিখ ... 05 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ শ্রাবণ ১৪১৫
Dhaka : Tuesday 5 August 2008

সম্পাদকীয়

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের কলম্বো ঘোষণা

শনিবার ও রোববার এই দু'দিনব্যাপী সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয় বলেই সম্মেলন শেষে যে ৪১ দফা ঘোষণা প্রকাশ করা হয় তাকে কলম্বো ঘোষণা বলা হচ্ছে। যে শহরে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলন শেষে ঘোষণা সেই শহরের নামে হওয়াটাই রেওয়াজ। ঘোষণার ৪১ দফায় দক্ষিণ এশিয়ার সব ধরনের সমস্যার উল্লেখ আছে। সম্মেলনের সমাপনী দিবসে সংস্থাভুক্ত দেশগুলো সার্ক উন্নয়ন তহবিল (সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) সনদসহ ৪টি চুক্তি সই করেছে। অন্য তিনটি চুক্তি হলো– সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (সার্সো), সার্ক কনভেনশন অন মিউচুয়াল এসিসটেন্স ইন ক্রিমিনাল ম্যাটার্স এবং সাফটা সংক্রান্ত চুক্তিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানের প্রবেশ সংক্রান্ত প্রটোকল। ২০০৬ সালে আফগানিস্তান ৮ম সদস্য হিসেবে সার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়। সার্কের পর্যবেক্ষক দেশের সারিতে আছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মরিশাস, মায়ানমার ও অস্ট্রেলিয়া। পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা সার্কের উন্নয়নে কী হতে পারে তা পরিষ্কার নয়।

কলম্বো ঘোষণায় প্রত্যাশা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার করতে বহুমুখী যোগাযোগ ও ট্রানজিট সুবিধার বিষয় 'প্রাধান্য' পায়। খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার জন্য 'সার্ক ফুড ব্যাংক' চালু করার কথা বলা হয়। এ ধরনের প্রস্তাব এর আগের সার্ক শীর্ষ সম্মেলনেও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার দক্ষিণ এশিয়ায় যখন খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় তখন এ প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। ভবিষ্যৎ বলতে পারবে 'সার্ক ফুড ব্যাংক'-এর কোন ভবিষ্যৎ আছে কি না। জ্বালানি খাতে ঘাটতি মেটাতে সহযোগিতা বাড়ানোর কথাও ঘোষণায় বলা হয়েছে। এর কোন কার্যকর পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, জ্বালানি ঘাটতি মোকাবেলায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাসসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক গ্রিড সংযোগ, গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ও জ্বালানি উৎপাদনে সম্ভাবনাময় পানিসম্পদ ব্যবহারের ওপর ঘোষণায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশ এ অঞ্চলে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির মুখে ঝুলে আছে।

অনেক আলোচনার পর দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকার (সাফটা) বিষয়টি প্রায় অকার্যকর হয়েই আছে। কর্লম্বো ঘোষণায় সাফটা চুক্তি 'পরিপূর্ণভাবে' কার্যকরের লক্ষ্যে অশুল্ক বাধা অপসারণ, স্পর্শকাতর তালিকা ছোট করা এবং বাণিজ্য সহজ ও উদার করার ওপর জোর দেয়া হয়, যাতে এ অঞ্চলের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, স্বচ্ছ শুল্ক ব্যবস্থাপনা এবং একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থার সঙ্কোচন সম্ভব হয়। সাফটার আওতায় বহুজাতিক মুক্ত বাণিজ্য সম্ভব নয় ধরে নিয়েই বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও সাফটার সফল বাস্তবায়ন সম্পর্কে বহুদিন থেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছে এবং তারা 'দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য' চুক্তির কথা বলছে। সার্ক ঘোষণায় এ অঞ্চলে বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্য মানের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান, অভিন্ন শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন, কাস্টমস কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করা এবং পর্যাপ্ত যোগাযোগ ও ট্রানজিট সুবিধা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়। আট শীর্ষ নেতা এই ঘোষণা দিলেও এসব যে কার্যকর করা বেশ কঠিন তা তারা ভালভাবেই জানেন। তবুও ঘোষণা দিয়ে আশা করতে দোষ নেই বলেই তারা দিয়েছেন। সবাই জানেন, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আস্থার সঙ্কটের জন্য কোন কিছুই পুরোপুরি কার্যকর করা যায় না। তবুও যেটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।